দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 6 ...

129

DOC-56

দেশের একমাত্র নৌ-কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে—

(সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ২৫শে জানুয়ারী।—বাংলাদেশের একমাত্র নৌ-কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে মাত্র একশ ছেচল্লিশটি ভর্তি আবেদন জমা পড়েছে। গত ২০শে জানুয়ারী ছিল ভর্তি আবে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দেশের একমাত্র

(১ম পৃঃ পর)

দন জমা দেয়ার শেষ দিন। এবার চারটি 'কোর্সে'র' নব্বইটি আসনে সর্বমোট একশ ছেচল্লিশ জন ভর্তি প্রার্থী আবেদন করেছেন। অথচ, গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ইনস্টিটিউটই চারশ পঞ্চাশ জন প্রার্থীকে ইন্টারভিউ কার্ড পাঠিয়েছিল।

জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব, শিক্ষকদের যথার্থ শিক্ষা ও মানসিকতার অভাব, এবং ভর্তি সিদ্ধান্তে গড়িমসিতে শিক্ষার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রিন্সিপাল নেই। ভারপ্রাপ্ত পদে যিনি আছেন তার সমান যোগ্যতা নিয়ে এখানে আরও কয়েকজন শিক্ষক আছেন। তাদের মধ্যে আদেশ দান ও পালন নিয়ে জটিলতা আছে। শিক্ষকগণ নিজেদের জনশক্তি ব্যুরোর প্রথম শ্রেণীর অফিসার বলে মনে করেন।

কিছু কিছু বিভাগে শিক্ষক আছেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র নেই।

যে সব বিষয়ে পড়াতে মেরিন ইঞ্জিনীয়ার প্রশিক্ষক দরকার সেখানে আছেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।

তাছাড়া কেনা-বেচার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষকগণ একসময় আর শিক্ষক থাকেন না বলে ছাত্ররা মনে করে। বস্তুত বাংলাদেশে প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের সাথে এদের অনেকের আর্থসামাজিক চেহারার মিল নেই।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গত বছর শত শত ছাত্র এখানে ভর্তি হতে আসেন। ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েও শেষ পর্যন্ত তারা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারেন নি অনুল্লিখিত কারণে ভর্তি পরীক্ষা হয় নি।

ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল এই সংবাদদাতাকে জানান, গত বছর যারা ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েছেন এবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে তাদের কোন আবেদন করতে হবে না। কিন্তু গত বছরের কতজন প্রার্থী এবার পরীক্ষা দেবেন তা তিনি জানেন না বলে জানান।

ইনস্টিটিউটে ভর্তির যোগতা এসএসসি পাস। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সমন্বয় রেখে এখনকার ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় না।